দৈনিক সংবাদ
তারিখ ...11 JAN 1997
পৃঃ ৪ কলাম ৩
54

সবার জন্য শিক্ষা চাই

সৈয়দ আলী কবীর

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটছে না। এই সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দুর্বলতা হলো তার ব্যয়বহুলতা। যে দরিদ্র জনগোষ্ঠী শিক্ষা নিতে আসবে, তাদের জন্য স্কুলের বিনামূল্যে বই না দিলে, তারা স্কুল থেকে ঝরে পড়বে। এ বিষয়ের গুরুত্ব দেশের সরকারকে অনুধাবন করতে হবে। তার জন্য সরকার যা ব্যয় করবে, তা দেশের সামাজিক মূলধনেরই অংশ হবে। এ মূলধন অতি মূল্যবান। কারণ বলাই হয় যে, শিক্ষা হচ্ছে এমন সম্পদ যার ক্ষয় ও বিনাশ নেই। প্রয়োজনীয় নীতিগুলো যথাসময়ে নেয়া যায় তাহলে তৃণমূলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আসবে।

সবার জন্য শিক্ষা আমাদের জাতীয় অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারের একটি মৌলিক শর্ত যে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার হবে। কেবল প্রাথমিক শিক্ষা কেন, যতদিন না মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটবে ততদিন সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো দেশে গড়ে উঠবে না।

প্রাথমিক শিক্ষার কথা লক্ষ্য রেখেই এ বছরে জানুয়ারির প্রথম পনের দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ভর্তি করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বৃটিশ যখন উপমহাদেশ ত্যাগ করেছিল তখন নিরক্ষর মুক্ত মানুষের হার ছিল মাত্র ১৬·১ শতাংশ। আমাদের অঞ্চলে শিক্ষার হার আরো কম ছিল। আজ পঞ্চাশ বছর বৃটিশ ভারত ত্যাগ করেছে, কিন্তু নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম অবহেলিত হয়ে রয়েছে। অথচ সেই সংগ্রাম শিক্ষার জন্য লড়াইয়ের প্রথম স্তর।

দেশকে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু যতদিন না সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, ততদিন একটা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে তার উজ্জ্বল উদাহরণ নরওয়ের ফোক (Flok) স্কুল। এই ফোক স্কুল স্ক্যান্ডেনেভিয়ায় প্রসার লাভ করেছে। যখন সমগ্র ইউরোপ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করলো, তখন নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক ফোক স্কুলের ঐতিহ্যর অনুসারী ছিল।

আমাদের উপমহাদেশেও স্বীকৃত হয়েছে যে, দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থারও প্রয়োজন রয়েছে। কিভাবে কেমন করে ও কাকে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-এ বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু তার প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন বিতর্ক নেই।

আমাদের দেশে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটা অত্যন্ত উজ্জ্বল উদাহরণ ব্র্যাকের Non-Formal Programme for Education (NFPE). যেমন দরিদ্রগোষ্ঠী ঋণের জন্য আমাদের দেশের গ্রামীণ ব্যাংক আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে, তেমনি ব্র্যাকের NFPE আন্তর্জাতিক প্রসার লাভ করছে। আমি ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে সর্বপ্রথম লিখি ১৯৮৭ সালের মে মাসে। তারপর প্রায় দশ বছর পার হয়ে গেছে। এই সময়কালে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিস্ময়কর প্রসার ঘটেছে।

ইউনিসেফের প্রয়াত ডাইরেক্টর জেনারেল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জে পি গ্রান্ট ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বর্ণনা করার জন্য একটা চমৎকার উদাহরণ দিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষার জন্য সংগ্রামকে প্রকৃত যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। প্রকৃত যুদ্ধের সময় অনেক নদীনালা পার হতে হয় ও তার জন্য বেইলি তৈরি করতে হয়। ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি এক সার্থক বেইলি ব্রিজ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা মূল্যায়ন দেখার সুযোগ সাম্প্রতিককালে আমার হয়েছে। এই মূল্যায়ন করা হয়েছে একটি গ্রন্থে যার নাম Daunting Challenge (an alternative strategy for effective delevery of Primary Education) মূল্যায়ন করেছেন Avinash Varma and Achyutanand Malviya। গ্রন্থটির প্রকাশক Oxfam America Inc. New Delhi।

আলোচিত গ্রন্থে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনা করা হয়েছে ভারতের ১৫টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, যেন ব্র্যাকসহ ষোলটি স্কুল দৌড় প্রতিযোগিতায় রয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় পরিষ্কারভাবে ব্র্যাক প্রথম হচ্ছে। মূল্যায়ন করার সময় ব্র্যাকের পঁয়ত্রিশ হাজার উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুল ছিল ও ক্লাসপ্রতি তার ছাত্র ছিল তিরিশ জন। অর্থাৎ মডেলটা কোন অর্থেই ছোট নয়।

আলোচিত গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে যে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের উপমহাদেশে সার্থকতম উদাহরণ হলো ব্র্যাক মডেল তা সবারই গ্রহণ করা উচিত। যদি করা হয় তাহলে সবাই উপকৃত হবে। লেখকের উপসংহার থেকে কয়েকটা লাইন তুলে ধরলাম। India's NFPE programme has achieved only partial success leaving a lot more to be done. Several features of the BRAC model, if applied, can go a long way in achieving the goal of education for all. The findings of the study strongly recommend the use of the highly replicable BRAC model for the rapid and guaranteed spread of primary education in India.

বলার অপেক্ষা রাখে না যে ভারতের জন্য কথাগুলো যদি সত্যি হয়, তাহলে আমাদের বেলায় তা কতবেশি প্রযোজ্য। কথা আছে ঘরের যোগী ভিক্ষা পায় না। তাই ব্র্যাকের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমিত।

ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রমের বিষয়ে মন্তব্য করার সময়ে বলা হয়েছে যে, তাদের NFPE প্রোগ্রাম শিশুরা দেশের দুর্বলতম মানুষ থেকে আসে। তাদের ৯৮ শতাংশ ছাত্রছাত্রীকে তারা ধরে রাখতে সম্ভব হয় ও পরবর্তীকালে ৯৮ শতাংশ ছাত্রছাত্রী শিক্ষা ব্যবস্থায় মূলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত হতে সক্ষম। NFPE ১৪টি বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচিত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের বিবরণ নিচে দিলাম।

(১) এই শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন হোমওয়ার্ক পরীক্ষা ও শাস্তি নেই। (২) প্রতি তিরিশটি শিশুর জন্য একজন শিক্ষক রয়েছে। (৩) স্কুলগুলোকে ব্লক সিস্টেম অনুযায়ী গড়ে তোলা হয়েছে ও তিন থেকে চার বছর চক্রে শিক্ষা দেয়া হয়। একটা ক্লাসের জন্য একজন শিক্ষক রয়েছে, যার ফলে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং সমস্যা সমাধানের প্রবণতা তৈরি হয়। (৪) শিক্ষক নির্বাচনের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা হয় ও সবসময় তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। (৫) নারী শিক্ষক নেয়ার ফলে মেয়েরা নির্ভয়ে শিক্ষা নিতে উৎসাহী হয় ও গ্রামে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়। গ্রামীণ বিবাহিত মহিলাদের চাকরি নিতে উৎসাহ দেয়া হয়, কারণ তার ফলে স্কুলে শিক্ষক টিকে থাকার পরিবেশের সৃষ্টি হয়। (৬) শিক্ষা দেবার সময় এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে পৃথক। দিনপ্রতি পড়ার সময় কম, কিন্তু সারাবছর ধরে শিক্ষা দেবার দিন বেশি। তার ফলে গ্রামে দরিদ্র শিশু গৃহকর্মে সাহায্য দিয়েও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। (৭) শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য কার্যক্রম ও আনন্দদায়ক পরিবেশ তৈরি করা হয় ছাত্রদের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য। (৮) শিক্ষকদের শিক্ষণ বিজ্ঞানে শিক্ষিত করা হয়। (৯) স্কুলসমূহ শিশুদের বাড়ির কাছাকাছি হওয়ায় মাতা-পিতারা তাদের স্কুলে পাঠাতেন দ্বিধা করেন না এবং তাদের স্কুলের সঙ্গে একটা সংযোগ থাকে। (১০) ব্র্যাকের শিক্ষার কার্যক্রমে ও শিক্ষা দেবার পদ্ধতিতে ভাষা, অংক ও পরিবেশের ওপরে জোর দেয়। তারা ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করে প্রতিবন্ধকতার সমস্যার সমাধান করতে। (১১) ব্র্যাক শিক্ষা ব্যবস্থায় তদারকি ব্যবস্থা ভারতের তুলনায় কম ব্যয়বহুল। উপরন্তু তদারকি ব্যবস্থা সহায়কের ভূমিকা পালন করে। শিক্ষক ও ছাত্ররা নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে সচেতন থাকে। পরিদর্শন ব্যবস্থার ফলে শিক্ষকরা শিক্ষা বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা পায় ও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার সমাধান করে। (১২) স্কুলের অবস্থিত সমাজ ব্র্যাক স্কুল সম্বন্ধে প্রচুর আগ্রহ দেখায় এবং এটা তাদের বিরাট সার্থকতা। (১৩) যেহেতু যারা শিক্ষা নেয় তাদের মধ্যে বৈষম্য নেই, তাই তাদের মূল্যবোধ বিতর্কিত নয়। এ কারণে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে টিকে থাকে। (১৪) যেহেতু স্কুলের ব্যয় কম ও এই ধরনের স্কুল তৈরি করা সহজ, তাই তার প্রসারও সার্থক হয়।

বর্তমানে ব্র্যাকে দশ লাখের বেশি শিশু ও কিশোরী পড়ছে। তারা সবাই স্কুলছুট ছাত্রছাত্রী। আমার নিজের চোখে ব্র্যাক অনুসরণ করেছে সেই মডেল যাকে বলা যায় চার্চ স্কুল মডেল। আমাদের পাঠশালা ও গ্রামের মক্তবের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে। তবে ব্র্যাক মডেলের বৈশিষ্ট্য হলো যে, শিক্ষা ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক ও প্রগতিশীল। এই বৈশিষ্ট্যগুলোই তার শক্তির অঙ্গ।

বলা বাহুল্য, প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার জন্য আমাদের সৎ ও শক্তিশালী আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে তার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু যতক্ষণ না আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের ছেলেমেয়েদের ধরে রাখতে পারবে, ততদিন ব্র্যাকের স্কুলের এ ধরনের উদ্যোগের অসাধারণ মূল্য থাকবে।

মজার কথা যখন শিক্ষা ব্যবস্থা সার্বজনীন হয় ও তার শেকড় মাটির নিচে চলে যায়, তখনও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিনাশ ঘটে না, যদিও তার চরিত্র বদলে যায়। সাম্প্রতিককালে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম সুইডেনের ফোক স্কুলের কথা শুনে। সেখানে শিক্ষিত এবং প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারী কাজকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের শিক্ষাকে ঝালাই করার জন্য ফোক স্কুলে যায় ও তার জন্য তারা সরকার থেকে ছুটি পায়। যারা ফোক স্কুলে যায় তাদের জীবনের ধারাও বদলে গেছে। তারা গাড়িতে চড়ে আসে ও মাস দেড়েক এক সঙ্গে অতিবাহিত করে। এই দিন আমাদের জন্য বহু দূরে রয়েছে। কিন্তু শিক্ষার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করার জন্য আমাদের একদিকে যেমন শক্তিশালী প্রাথমিক ব্যবস্থা প্রয়োজন, তেমনি স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম আবশ্যক।

নীতিগতভাবে সরকারকে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে অচিরে কিছু মৌলিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তার জন্য দুটো শর্ত অত্যন্ত জরুরি। একটা শ্রেণীতে শিক্ষকপ্রতি তিরিশজন ছাত্রছাত্রী থাকবে না। আর শ্রেণী কক্ষসমূহ ব্যবহারের উপযোগী হবে। কিন্তু যতদিন না সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। অতএব দেশের এনজিওদের সঙ্গে একত্রে বসে একটা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুললে আমরা নিরক্ষরমুক্ত মানুষ গড়ে তুলতে পারবো। বলার অপেক্ষা রাখে না যে নিরক্ষরমুক্ততা ও শিক্ষা এক ব্যাপার নয়। তবে নিরক্ষরতা মুক্ত অভিযানের পদক্ষেপ যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে সবার জন্য শিক্ষা সহজ হয়ে উঠে। ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো যে, তারা শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের নিরক্ষরতার স্তর পার করে এমন জায়গায় নিয়ে যায়, যেখানে তারা শিক্ষাপ্রাপ্ত জনসংখ্যার অংশ হবে। শক্তিশালী আয়োজন গ্রহণ করলে আমাদের নিরক্ষরতার হার প্রতিবছর পাঁচ ছয় শতাংশ কমতে পারে।

এইখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটছে না। এই সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দুর্বলতা হলো তার ব্যয়বহুলতা। যে দরিদ্র জনগোষ্ঠী শিক্ষা নিতে আসবে, তাদের জন্য স্কুলের বিনা মূল্যে বই না দিলে, তারা স্কুল থেকে ঝরে পড়বে। এ বিষয়ের গুরুত্ব দেশের সরকারকে অনুধাবন করতে হবে। তার জন্য সরকার যা ব্যয় করবে, তা দেশের সামাজিক মূলধনেরই অংশ হবে। এ মূলধন অতি মূল্যবান। কারণ বলাই হয় যে, শিক্ষা হচ্ছে এমন সম্পদ যার ক্ষয় ও বিনাশ নেই। প্রয়োজনীয় নীতিগুলো যথাসময়ে নেয়া যায় তাহলে তৃণমূলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আসবে।